প্রথম আলো

তারিখ ... 25 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কীর্তিমান' উপাচার্য

অপসারণের পাশাপাশি আইনি শাস্তি চাই

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করার দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাঁকে অপসারণের সুপারিশ করা সত্ত্বেও গড়িমসি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, খেয়ালখুশিমতো প্রতিষ্ঠান চালানোর এই অনৈতিক ও বেআইনি আচরণের শাস্তি কেবল অপসারণ?

রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মু. আবদুল জলিল মিয়া যে অপকর্ম করেছেন, তাকে মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে অভূতপূর্ব বলে অভিহিত করা হয়েছে। ১১টি পদে নিকটাত্মীয়দের বসিয়েছেন। আরও বেশ কটি পদে নিয়োগ দিয়েছেন স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে। আর্থিক দুর্নীতি করেছেন, প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ধ্বংস করেছেন। তাঁর মদদে প্রতিবাদী শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের কর্মীরা অ্যাসিড নিক্ষেপ করার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছেন। এসব কার্যকলাপের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বহু দিন ধরে অচলাবস্থা বিরাজ করছে, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। আর্থিক, প্রশাসনিক, একাডেমিক—সব ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি শুধু অপসারণ হতে পারে না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে তিনি যে অযোগ্য ও অনুপযুক্ত, ইউজিসির তদন্ত কমিটির সুপারিশই তার প্রমাণ। কিন্তু তিনি যে অপরাধ করেছেন এবং সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে আর্থিক ও শিক্ষাগত ক্ষতির সম্মুখীন হলো, তার জন্য তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।

এ ছাড়া নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এসবই যোগ্যতা ও দক্ষতা বিচার না করে দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগের ফল। এ ধরনের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কিংবা শিক্ষার্থীদের প্রতি কোনো দরদ থাকে না। তাই কেবল ব্যক্তির অপসারণ নয়, নিয়োগ-প্রক্রিয়ার গুরুতর গলদটিও অপসারিত হতে হবে। সেই কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

আমরা অবিলম্বে মু. আবদুল জলিলের অপসারণের নির্দেশের পাশাপাশি তাঁর বিষয়ে আইনি তদন্তের স্বার্থে মামলা করার দাবি জানাই। শাস্তি যখন হয় কেবল অপসারণ, তখন অন্যায় করেও শিক্ষক পদে থেকে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ আরও খারাপ হয়। আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত উপাচার্যকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখতে চাই।